দৈনিক ইত্তেফাক
JUL 08 2002

জ্ঞানের রাজ্যে প্রতিদিন

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। প্রায় ৬ লাখ বই, জার্নাল, সাময়িকী, পাণ্ডুলিপি নিয়ে গড়ে উঠেছে এ সংগ্রহশালাটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০,০০০ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে প্রতিদিন ৬/৭ শত ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণা ঘটে এই গ্রন্থাগারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬টি বিভাগ ও ৯টি ইনষ্টিটিউটের নানাবিধ বই নিয়ে গঠিত হয়েছে এ সুবিশাল গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বই কিনে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান হিসেবে বই নিয়ে গড়ে তুলেছে গ্রন্থাগারটি। জ্ঞানের এরাজ্যে পাঠক, আপনিও বিচরণ করতে পারেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে। তাহলে, পরিচিত হওয়া যাক গ্রন্থাগারের সুবিশাল ক্ষেত্রের সাথে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার:
তিনতলা ভবনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে শুধু নোট নেবার জন্য খাতা, কলম, ডাইরী ইত্যাদি নিয়েই প্রবেশ করতে পারে। কোন প্রকার ব্যাগ-থলে নিয়ে প্রবেশ গ্রন্থাগারে সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ। তাই প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থী ব্যাগ জমা দিয়ে টোকেন নিয়ে তবে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে। কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারে নীচতলা ২য়, ৩য় তলা বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত। পাঠক, আসুন একেএকে জানা যাক প্রতিটি সেকশনের হালহকিকত

গ্রন্থাগারের প্রথম তলা:
গ্রন্থাগারের প্রথম তলার বিভাগগুলো হলো:

ক্যাটালগ বিভাগ: গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে হাতের ডান দিকেই রয়েছে এ বিভাগটি। এখানে ক্যাটালগ বক্স থেকে শিক্ষার্থীরা বই -এর নাম, লেখকের নাম, ক্যাটালগ নাম্বার সংগ্রহ করে থাকে। পরে নির্দিষ্ট স্লিপে এসব নাম ও নাম্বার টুকে ২য় ও ৩য় তলার কর্মচারীদের কাছে লাইব্রেরী কার্ডসহ জমা দিলেই বই পাওয়া যাবে।

রেফারেন্স বিভাগ: ক্যাটালগ বিভাগের পরেই রয়েছে রেফারেন্স বিভাগ। এ বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন বিশ্বকোষ, ডিকশনারি, ডকুমেন্ট, বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক বিবরণী, মানচিত্র ইত্যাদি নিয়ে।

এখানে রয়েছে, এভরি ম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া, ফ্রাঙ্ক এন্ড ওয়াগনেলস নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া, নিউএজ এনসাইক্লোপিডিয়া, দা নিউ এস্টন এনসাইক্লোপিডিয়া, দা ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়া, দা কনসাইস কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া, কলিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া লেক্সিকন ইউনিভার্সেল—এনসাইক্লোপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া অব আমেরিকানস, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা। এছাড়া রয়েছে বিবলোগ্রাফী, রোকসিন প্রিন্ট, কিউমেলিটিভ বুক ইনডেক্স, এলসি ক্যাটালগ, নিপ ইয়ার বুক, ডাইরেক্টরি, বিভিন্ন সংস্থার ইয়ার বুক, বাংলাদেশ ব্যুরো রিপোর্ট, কিউমেলিটিভ বুক ইনডেক্স জাতিসংঘ বিষয়ক সংগ্রহ, বুক রিভিউ, কংগ্রেস লাইব্রেরীর ক্যাটালগ দা ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগসহ আরও অনেক প্রকার দেশী-বিদেশী বিশ্বকোষ ও ডিকশনারী। ছাত্রছাত্রীরা এখানে বসেই এসব বিষয়ের উপর পড়াশুনা করতে পারে।

লাইব্রেরী

সাময়িক বিভাগ:
সাময়িকী বিভাগে রয়েছে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে এখন পর্যন্ত জরুরী সব সাময়িকী জার্নাল, পাণ্ডুলিপি। একজন কর্মকর্তা জানালেন, এখানে প্রায় ৩০ হাজার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সাময়িকী বিভাগেও শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। সাময়িকী বিভাগও রেফারেন্স বিভাগের মাঝখানে রয়েছে শিক্ষার্থীদের দৈনিক পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা। প্রায় সকল প্রকার দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ রয়েছে এখানে।

কম্পিউটার বিভাগ:
কম্পিউটার এখন শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে খেয়াল রেখেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সুবিধা দিয়েছে ২০০০ সালের জুনমাস থেকে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে এখানে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সাইবার ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করতে পারে। খুঁজে নিতে পারে গ্রন্থাগারের বইয়ের ক্যাটালগ নাম্বার। এ বিভাগটিতে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় পেয়ে থাকে। তবে এজন্য তাদের বাড়তি কোন টাকা দিতে হয় না।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা কক্ষ:
গ্রন্থাগারের এই বিভাগটি শুধুই গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে পিএইচডি, এমফিল করে থাকেন তাদের গবেষণার জন্যই এ বিভাগটি বরাদ্দ। তবে শিক্ষকরাও তাদের ক্লাসে লেকচার, গবেষণা কাজগুলো এখানেই করে থাকেন। এখানেও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে।

পুস্তক লেনদেন (সেমিনার শাখা):
গ্রন্থাগারের পেছন দিকে রয়েছে এ বিভাগটি। এখান থেকে নির্দিষ্ট কার্ডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা ২ সপ্তাহের জন্য ২টি বই নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকরা একত্রে ১০টি বই নিতে পারেন ১ মাসের জন্য। তবে এখানে বইয়ের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। মাত্র ৫/৬ হাজার বিভিন্ন বিভাগের বই রয়েছে। বই তুলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক সবাইকে নির্দিষ্ট সময়েই ফেরত দিতে হয় নইলে জরিমানা করা হয়। ❑ মোহাম্মদ হাসান